দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 11 JUL 1996
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

প্রসঙ্গঃ দুই হাজার পরীক্ষার্থীর ফল

বিশেষ কারণে ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার দুই হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ফল বিপর্যয় ঘটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বেশ কিছু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীও রহিয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকেরা প্রথমে ইহার জন্য কম্পিউটার টেকনিশিয়ানদের দায়ী করিয়াছিলেন। পরে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জানাইয়াছেন, যে সমস্ত পরীক্ষার্থী কোড পূরণে ভুল করিয়াছে তাহাদের ফলাফল বিপর্যয় ঘটিয়াছে। তিনি এ জন্য পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের দায়ী করিয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন, কোড পূরণ পরীক্ষারই একটি অঙ্গ। এব্যাপারে কম্পিউটার ও টেকনিশিয়ানদের কিছু করার নাই।

স্মরণযোগ্য, কম্পিউটার কোড পদ্ধতিতে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয় শুরু হয় ১৯৯৪ সালে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিভাগ তখন পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। পরে বোর্ড নিজস্ব কম্পিউটার সেকশন গড়িয়া তুলিলে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য গ্রহণ আর প্রয়োজন হয় নাই। তবে কম্পিউটার পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয়ের প্রথম বছর হইতে কিছু কিছু পরীক্ষার্থীর ফলাফল বিপর্যয় ঘটিতে থাকে। এবারও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অন্যদিকে অভিভাবকেরা তাহাদের ছাত্র-ছাত্রীর সম্ভাব্য ত্রুটি বিস্মৃত হইয়া হয় কম্পিউটার কিম্বা কম্পিউটারের প্রোগ্রাম প্রস্তুতকারী টেকনিশিয়ানদের এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের বক্তব্যে ইহা পরিষ্কার যে, পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের কোড পূরণে ভুলের জন্য এই বিপর্যয় ঘটিয়াছে এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশের পূর্বে তাহারা তাহা জানিতেও পারিয়াছেন। কিন্তু ইহার জন্য কোন করণীয় পূর্ব নির্দিষ্ট না থাকায় তাহারা এ-ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। কোন কোন অভিভাবক সংবাদপত্রকে বলিয়াছেন, তাহাদের সন্তানরা পাঠ্য বিষয় পরীক্ষা দিয়াছে, কম্পিউটারের কোড পরীক্ষা দেয় নাই। কথাটা তাহারা হতাশ হইয়া মনের দুঃখেই বলিয়াছেন। তবে পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে স্কুলগুলিরও এ ব্যাপারে যে দায় রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যাইবে না। স্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের কোড পূরণ শিখানো হয় এসএসসি পরীক্ষার কিছু পূর্বে। তাহাও কম্পিউটারে ফেলিয়া কোড পূরণ সঠিক হইল কিনা তাহা দেখা হয় না। এমতাবস্থায় যে কোন ছাত্র-ছাত্রীর কোড পূরণে ভুল থাকিয়া যাইতে পারে। ইতিপূর্বে তাই দেখা গিয়াছে, অনেক ছাত্র-ছাত্রী যে সমস্ত কোচিং স্কুলে কোড পূরণের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া হয় সেখানে ভর্তি হয় এবং কোড পূরণের পরীক্ষাও সেখানে হইয়া যায়।

দুই হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ফল বিপর্যয়ের ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন তাহা আমাদের জানা নাই। তবে আমরা মনে করি, বর্তমান ব্যবস্থায় বিগত তিন বছরের মত ভবিষ্যতেও পরীক্ষার ফল বিপর্যয়ের সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে। এই দুঃখজনক অবস্থা হইতে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের বাঁচাইতে হইলে কোড পদ্ধতিতে ফল নির্নয়ের ব্যাপারটি নীচের ক্লাস হইতে শুরু করা যায় কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে। ঢাকায় স্কুল-কলেজ কম নয়। কম্পিউটারও রহিয়াছে অনেক। চাহিলে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ষান্মাসিক, বার্ষিক পরীক্ষার ফল নির্ণয় কম্পিউটারে অসম্ভব ইহা বলা যাইবে না। ইহা করা প্রয়োজন অন্য একটি কারণেও। শিক্ষকরা আজকাল বাড়ীতে মিনি স্কুল খুলিয়া বসিয়াছেন এবং বহু শিক্ষক এই মিনি স্কুলের যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী মূল স্কুলেরও ছাত্র-ছাত্রী তাহাদের পরীক্ষায় কিছু বেশী নম্বর দিয়া থাকেন। নীচের ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের এই পক্ষপাতিত্ব রোধ করার জন্য কম্পিউটারে ফল নির্ণয় একটি উৎকৃষ্ট পন্থা। তাহাছাড়া ফল প্রকাশও অল্প সময়ে হইতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার বিষয়টি এখন বহুলাংশে স্কুল-কলেজের বাহিরের প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। সে জন্য শুধু ফল নির্ণয় নয়, গোটা শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতি পুনর্বিন্যাসের বিষয়টি নিয়া চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন। তাহা না হইলে, কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের বিপর্যয় রোধ করা ভবিষ্যতে আরো কঠিন হইয়া পড়িতে পারে।